জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা -২০২২

তারিখ ঃ ২৪ মার্চ, ২০২২ ।

কর্মশালার সময় ঃ সকাল ১০:০০ থেকে দুপুর ২:০০ ।

কর্মশালার স্থান ঃ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যাঃ ৫২ জন ।

কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ ২০২২ সালের জন্য একটি বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা ।

কর্মশালার প্রথম পর্বঃ

পরিচিতি পর্বঃ উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ সংক্ষিপ্তভাবে স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করেন ।

কর্মশালা পরিচালনাঃ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন যৌথভাবে জনাব আফতাবুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, আপন ফাউন্ডেশন এবং জনাব বীণা অধিকারী- কো অর্ডিনেটর, মনিটরিং এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ ।

কর্মশালার উদ্বোধনঃ কর্মশালার শুরুতেই ফোরাম সহ সভাপতি জনাব শাহীন আক্তার ডলি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্মশালার উদ্বোধন করেন । উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, মহামারীর ফলে প্রায় ০২ বছর আমরা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারিনি, তবে কার্যক্রম আমরা কোনটাই বাদ দেইনি, অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করেছি এবং নতুন নতুন ডাইমেনশনে আরও নতুন নতুন সংগঠণসহ বিভিন্ন ব্যক্তিদের যুক্ত করে । আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সদস্যবৃন্দের সরাসরি অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন উৎসবমূখর হবে এবং একই সাথে এর মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণে ফলপ্রসু একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব হবে ।

স্বাগত বক্তব্যঃ স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএর জাতীয় সম্পাদিকা জনাব হেলেন মনিষা সরকার প্রতিবছর ফোরামের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নবিষয়ক কর্মশালা আয়োজনে ওয়াইডাব্লিউসিএকে সহযোগি হিসেবে রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। একইসাথে সকল সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা জানি, গত দুই বছর মহামারীর মধ্যেও ফোরামের কার্যক্রম থেমে থাকেনি। অনলাইনের মাধ্যমেও সকল কর্মসূচি এনজিসিএফ গ্রহণ করেছে এবং সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ফোরাম বর্তমানে সর্বমহলে এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে এর কার্যক্রমের ব্যপ্তি আরও প্রসারিত হবে এবং আয়োজিত কর্মশালায় সকলের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে ২০২২ সালের জন্য অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা ও দিক নির্দেশনা প্রদানঃ ফোরাম সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য এবং কিভাবে কর্মশালা আয়োজনটি ফলপ্রসূভাবে সমাপ্ত করা যায়, তার একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বক্তব্যে শুরুতেই তিনি বলেন, এনজিসিএফ এর শক্তির উৎসই হচ্ছে, এর সদস্যবৃন্দ। সর্বমহলে এখন পরিচিত একটি প্লাটফর্ম-এনজিসিএফ। আমরা বিশ্বাস করি, যেকোন ইস্যুতে একক ভয়েসের থেকে সমন্বিত ভয়েস অত্যন্ত গুরুত্ব বহন কওে, এনজিসিএফ এর মূল পরিচিতিই হচ্ছে, এই সমন্বিত ভয়েস ও কার্যক্রম। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা বের হয়ে আসবে বলে মনে করেন, যার উপর ভিত্তি করে ২০২২ সালে এনজিসিএফ তার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ২০২২ সালের জন্য আমরা ৪/৫টি এরিয়া চিহ্নিত করে, সে ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। যেসকল কার্যক্রম আমরা সম্পন্ন করতে পারবো, সেগুলো নির্ধারন করাই আমাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত হবে। ফোরামের কার্যক্রমের বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম। এরজন্য পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক কর্মসূচি ফোরামকে তাৎক্ষনিকভাবে গ্রহণ করতে হয়। তিনি আরা করেন, কর্মশালার মধ্য থেকে এধরণের পরিকল্পনা বের হয়ে আসবে।

বক্তব্য ঃ ফোরাম সদস্য সংগঠণ বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ারিশনসের নির্বাহী পরিচালক **ড. শরীফ মোস্তফা হেলাল** কন্যাশিশুদের উপর সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, মহামারীকালিন সামগ্রিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে

যাওয়া সত্ত্বেও ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ। এগুলো বন্ধ করতে আমাদের সকলের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং একযোগে কাজ করতে। গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় এ বিষয়ে পরিকল্পনা থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মহামারীতে সহিংসতা যেমোন দ্রুত বেড়েছে, আমাদের পরিকল্পনাতেও সেরকম দ্রুততম কর্মসুচি রাখতে হবে। কন্যাশিশুদের প্রতি সহিংসতার চিত্র সংগ্রহে এনজিসিএফ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগকে তিনি অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন, এর মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ঘটে যাওয়া সহিংসতা সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি এবং একইসাথে সরকারসহ বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

সদস্য সংগঠণ ডিস্ট্রেসড চিলড্রেন অ্যান্ড ইনফ্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল (ডিসিআই) এবং রাইটস এন্ড সাইট ফর চিল্ড্রেন এর নির্বাহী পরিচালক **ডা. এহসান হক** ফোরামের ব্যাপ্তি আরও প্রসারিত হবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ডিসিআই এর সহযোগিতায় এনজিসিএফ, বিএনডাব্লিউএলএ পরিচালিত নির্যাতিত কন্যাশিশু ও নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত সকলকে তিনি অবহিত করেন এবং একইসাথে কেউ এধরণের কোন ঘটনা জানলে উক্ত নারী ও কন্যাশিশুদের আইনী সহায়তা গ্রহণ করতে এনজিসিএফ অথবা বিএনডাব্লিউএলএকে অবহিত করার আহ্বান জানান।

একনজরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন ঃ ২০২১ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন এনজিসিএফ এর কেন্দ্রিয় সমন্বয়কারী সৈয়দা আহসানা জামান এ্যানী।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বঃ

কর্মশালার পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক ও মস্তিকে ঝড় (ব্রেইন ষ্ট্রমিং) ও গ্রুপভিত্তিক আলোচনা ও উপস্থাপন।

উপকরণ : ব্রাউন পেপার, মার্কার কলম

গ্রুপ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া : ১ থেকে ৬ গণণা করে প্রতি ১ নং এক নম্বর গ্রুপ, ২নং গণ দুইনম্বর গ্রুপ, ৩নং গণনাকারীগণ তিন নম্বর গ্রুপ, ৪নং গণনাকারীগণ চার নম্বর গ্রুপ, ৫নং গণ পাঁচনম্বর গ্রুপ এবং ৬ নং গণনাকারীগণ ছয় নম্বর গ্রুপে। গ্রুপভিত্তিক আলোচনা ও সকলের মতামতের ভিত্তিতে কর্মশালায় ২০২২ সালের জন্য নানামুখি কার্যক্রম বেরিয়ে আসে।

গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে যেসকল কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়, তা হলো :

কার্যক্রমের ক্ষেত্র/area	লক্ষ্য/goal	কর্মসূচি/activities	সময়সীমা/timeline	ষ্টেকহোল্ডার/stakeholder	কে করবে/Who will do
অ্যাডভোকেসি	যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন পাশ	-দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে; -মিডিয়া ডায়লগ (গোলটেবিল বৈঠক, প্রেস ব্রিফিং, টকশো);	মে- জুন জুলাই-সেপ্টেম্বর	-মওকা, পিসিসিআর, আইন মন্ত্রণালয়, এনএইচআরসি এবং মিডিয়া	এনজিসিএফ
	কন্যাশিশূ পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত সুপারিশমালার বাস্তবায়ন	-চিঠি প্রদান ১.১: পলিসি ব্রিফ তৈরিকরণ; ১.২: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন; ১.৩: ডিজিটাল ক্যাম্পেইন; ১.৪: বাৎসরিক কন্যাশিশূ পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন পাবলিশ;	অক্টোবর-ডিসেম্বর জুন-জুলাই	-মওকা, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় -কন্যাশিশূ	এনজিসিএফ এবং সদস্য সংগঠণ এনজিসিএফ
	বাল্যবিয়ে বন্ধে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলোকে কার্যকর করা	-বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ও বিধিমালাসহ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত উপকরণসমুহ বিতরন -সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন, অভিভাবক, কিশোর-কিশোরীদের সাথে অবহিতকরণ সভার আয়োজন; -পর্যাপ্ত মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং নির্দিষ্ট মেয়াদী প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ;	মে-ডিসেম্বর	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস, স্থানীয় প্রশাসন, অভিভাবক, কিশোর-কিশোরী, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি	এনজিসিএফ এবং সদস্য সংগঠণ
সচেতনতামূলক কার্যক্রম	কন্যাশিশুর অধিকার সম্পর্কে জানানোর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	-জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন; -১৬দিনের প্রচারাভিযান -আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন; -কন্যাশিশু ইস্যুতে রচনা, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন;	মার্চ- ডিসেম্বর	কমিউনিটি, নারী ও কন্যাশিশু, স্থানীয় প্রশাসন, কিশোর-কিশোরী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	এনজিসিএফ এবং সদস্য সংগঠণ
	বাল্যবিবাহ বন্ধ	-উঠান বৈঠক, পোষ্টার, ফেস্টুন, লিফলেট তৈরী ও বিতরন;	ফেব্রুয়ারী-ডিসেম্বর	কমিউনিটি, নারী ও কন্যাশিশু, স্থানীয় প্রশাসন, কিশোর-কিশোরী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	এনজিসিএফ এবং সদস্য সংগঠণ

		-কিশোর-কিশোরীদের সাথে সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা। একইসাথে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণা প্রদান; -স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বৈঠক; -শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা আয়োজন ও ভিডিও প্রদর্শন; -সচেতনতামূলক প্রচারণা;			
	অনলাইন ক্যাম্পেইন	-নিরাপদ অনলাইন ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ; -কনটেন্ট প্রচার; -বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদানকৃত উৎসাহব্যঞ্জক মেসেজ প্রচার;	আগষ্ট-ডিসেম্বর	কমিউনিটি, নারী ও কন্যাশিশু, স্থানীয় প্রশাসন, কিশোর-কিশোরী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	এনজিসিএফ এবং সদস্য সংগঠণ
	কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার চিত্র সংগ্রহ এবং সকলের সাথে শেয়ার এর ভিত্তিতে প্রতিহত করতে সকলকে সচেতন করা	-পত্রিকা থেমে কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার চিত্র সংগ্রহ; -কোয়ার্টারভিত্তিক রিপোর্ট পাবলিশ এবং শেয়ার করা; -প্রেসকনফারেন্সের মাধ্যমে মিডিয়ার সাথে শেয়ার করা;	জানুয়ারী-ডিসেম্বর মার্চ, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর	-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমুহ, অন্যান্য নেটওয়ার্ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, শুভেচ্ছা দূত, মিডিয়া	এনজিসিএফ এবং সদস্য সংগঠণ
নেটওয়ার্কিং	নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে এনজিসিএফ এর কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করা এবং অবহিত করা	-নতুন ব্যক্তি ও সংগঠণের তালিকা তৈরি; -নিয়মিত যোগাযোগ ও সভায় আহ্বান জানানো এবং সদস্যপদ প্রদানের উদ্যোগ; -নিয়মিত সভা আয়োজন; -ফোরামের কর্মসুচিতে সংযুক্তকরণ; -এবিষয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি; -ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দে সক্ষমতা বৃদ্ধিও জন্য বিশেষ কর্মশালার আয়োজন; -ওয়ার্কিং কমিটিকে নিয়মিত ফলোআপ করা;	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমুহ, অন্যান্য নেটওয়ার্ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, শুভেচ্ছা দূত, মিডিয়া	এনজিসিএফ
তহবিল বৃদ্ধি	ফোরামের কার্যক্রমকে চলমান ও গতিশীল রাখার জন্য তহবিল বৃদ্ধি	-সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ; -মেম্বারশীপ ফি নিয়মিতকরণ; -ইভেন্টভিত্তিক তহবিল সংগ্রহ;	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	-সমমনা সংগঠণ, ব্যক্তিবর্গ, সদস্য সংগঠণ,	-ফোরাম সচিবালয় -দাতা সদস্য

	করা	-সদস্য সংগঠণের বাৎসরিক বাজেটে কন্যাশিশু ইস্যূতে আলাদাভাবে তহবিল বরাদ্দ রাখা;			সংগঠণবৃন্দ -অন্যান্য দাতা সংস্থাসমূহ
সোশ্যাল মিডিয়া ও ওয়েব পেইজ	সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার কওে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এনজিসিএফ এর প্রচারণা বৃদ্ধি করা	-নিয়মিত ফেসবুক ও ইউটিউব পোষ্ট; -লাইক, কমেন্ট, শেয়ার বৃদ্ধি; -নিয়মিতভাবে ফেসবুক পেইজ বুষ্টিং; -অনুসারী বৃদ্ধি করা; -ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট; -সদস্য সংগঠণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি; -বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রদানকৃত উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য প্রচার; -মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করা;	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	ফেসবুক ইউটিউব মিডিয়া ফেসবুক ব্যবহারকারী সদস্য সংগঠণ সাংবাদিক	এনজিসিএফ এডমিন এবং সদস্যবৃন্দ
প্রকাশনা	এনজিসিএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কে বৃহত্তর পরিসরে জানানো বা অবহিতকরণ	-বাৎসরিক কন্যাশিশূ পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন ২০২১ প্রকাশ; -কন্যাশিশুবার্তা প্রকাশ; -ইভেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ; -কন্যাশিশু ইস্যুভিত্তিক জার্নাল প্রকাশ (কন্যাশিশু); -বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ; -আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষ্যে নারীদের সাফল্যগাঁথা নিয়ে নারীর কথা বই প্রকাশ; -ব্রুশিউর আপডেট করা; -ক্রোড়পত্র প্রকাশ; -সোশ্যাল প্লাটফর্মের জন্য ভিডিও ডকুমেন্টরী তৈরি ও প্রচার;	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	-সর্বস্তরের মানুষ	এনজিসিএফ

ফোরাম সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি এনজিসিএফ সচিবালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্য দিয়ে কর্মশালা সমাপ্ত হয় ।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী
সৈয়দা আহসানা জামান এ্যানী
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম